তারিখ ... 17 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩...

সংবাদ

বার ৩ আষাঢ় ১৪২২/
Wednesday 17 June 2015

সম্পাদকীয়

এইচএসসি ভর্তি প্রক্রিয়া প্রতারণামুক্ত করুন

এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের এইচএসসিতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে অনলাইনে ভর্তি প্রচারণা শুরু করেছে কিছুসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সোমবার এক 'সংবাদ' অনলাইনে ভর্তি প্রতারণা সঠিক প্রতিবেদনে লিখেছে, অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রমকে ঘিরে প্রচারণার শিকার হচ্ছে এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা পছন্দের কলেজে আবেদন করতে গিয়ে দেখতে পান তাদের ফরম পূরণ হয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবসায়ী ও প্রতারক চক্র তাদের (ভর্তি ইচ্ছুকদের) আবেদন ফরম পূরণ করে নিজেদের (শিক্ষা ব্যবসায়ী ও প্রতারক চক্র) কলেজকে এক নম্বর পছন্দ দিয়েছে। ফলে, এ শিক্ষার্থী তার নিজের পছন্দের কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হারাচ্ছে। এছাড়াও 'স্কলারশিপ' প্যাকেজ প্রোগ্রাম 'ল্যাপটপ ফ্রি' ইত্যাদি নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার আরও ফাঁদ পেতেছে অনুমোদনহীন কলেজ ও এর শাখা ক্যাম্পাসগুলো। এ নিয়ে শঙ্কায় আছেন এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। ঢাকার তথাকথিত কয়েকটি বিশেষায়িত কলেজ বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্যাম্পাস খুলে বিভিন্ন মাধ্যমে ভর্তির বিজ্ঞাপনও দিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার ও সোমবার দৈনিক সংবাদ দুটি প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রমকে সামনে রেখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছে এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে, ক্যামব্রিয়ান কলেজের চট্টগ্রামে অনুমোদিত কোন শাখা ক্যাম্পাস নেই। কিন্তু অবৈধভাবে ওই কলেজের নামে একটি ক্যাম্পাস খুলে এবারও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে ক্যামব্রিয়ান কর্তৃপক্ষ। ক্যামব্রিয়ান কর্তৃপক্ষের আরেকটি প্রতিষ্ঠান হলো কিংস কলেজ। এটির কর্মকাণ্ড নিয়েও বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। কলেজের নামে বাহারি সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে বিপুলসংখ্যক কিন্ডার গার্টেন মালিক শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত। এসব কিন্ডার গার্টেন মালিকরা একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করে বোর্ড অনুমোদিত পার্শ্ববর্তী এলাকার কলেজ থেকে তাদের নিবন্ধনের ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির মালিকানাধীন অনুমোদনহীন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি করে তারই অনুমোদিত কলেজে নিবন্ধন করা হয়। এভাবে অনেক স্কুলের অনুমোদন নিয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম ব্যবহার করে শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে। অনুমোদনহীন কলেজ সবচেয়ে বেশি গড়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকায়। এসব ভুয়া কলেজের বাহারি প্রপাগান্ডা দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা। তার সঙ্গে যোগ-অনলাইনে ভর্তি প্রতারণা।

শিক্ষা নিয়ে এ কালো তালিকাভুক্ত কলেজ ও এর শাখাগুলো বাণিজ্য করছে বহু বছর ধরে। এতে প্রতারিত হচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা। স্কলারশিপ দেয়া, প্যাকেজ প্রোগ্রাম, ল্যাপটপ ফ্রি এবং সংবর্ধনা চালু করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোটা এদের অপকৌশল। এখন অনলাইন ভর্তি প্রতারণা এদের নতুন সুযোগ করে দিয়েছে। এসব ভুয়া কলেজের এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন পিআইআই নম্বর নেই।

এখানে দুটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক এক শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ড এসব বিতর্কিত কলেজ ও এর শাখা ক্যাম্পাসগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না কেন। আর শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে এসব কলেজ কিভাবে বছরের পর বছর প্রতারণা করছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো 'অনলাইন ভর্তি' প্রতারণার বহু অভিযোগ পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সমাধানের লক্ষ্যে কি কোন উদ্যোগ নিয়েছে? নিয়ে থাকলে শিক্ষার্থীরা সেটা করে না কেন। প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর এসব ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নড়েচড়ে বসে। কিন্তু ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতারণা বন্ধ করার জন্য মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বোর্ডের নড়েচড়ে বসার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এটা খুবই দুঃখজনক।

আমরা আশা করব শিক্ষা মন্ত্রণালয় এইচএসসির ভর্তি ক্ষেত্রে লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা বন্ধ করার জন্য যথার্থ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। একই সঙ্গে ভর্তির অনলাইন প্রতারণা বন্ধ করার জন্য ভর্তি সিসটেমেই কার্যকর সংশোধনী আনবে। কাজগুলো দ্রুত করতে হবে। বিলম্বে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।